মুজিবনগরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বৃদ্ধ আহত

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের মোনাখালি গ্রামে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আজিল হক (৭০) নামের এক বৃদ্ধ আহত হয়েছেন। আজিল হক মোনাখালি গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার জামাল মালিথার ছেলে।

আজ সোমবার (১ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে এ সড়ক দূর্ঘটনাটি ঘটে। আজিল হক বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে তার অবস্থা আশংকাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শী ফারুক হোসেন বলেন, আজিল হক রাস্তার পাশ দিয়ে বাইসাইকেল চড়ে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় মেহেরপুর থেকে মুজিবনগর গামী একটি প্রাইভেট কার বিপরীত থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে বাইসাইকেল আরোহী আজিল উদ্দীনকে ধাক্কা দেয়। আজিল উদ্দীন ও বাইসাইকেলটিকে প্রাইভেট কারের সামনের বাম্পারের সাথে তুলে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলে যায়। এসময় বাইসাইকেলটির ধাক্কায় প্রাইভেট কারের সামনের গ্লাস ভেঙ্গে গেছে।

মুজিবনগর থানার এস আই আযম বলেন, দূর্ঘটনা কবলিত প্রাইভেট কারটি পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া আহত আজিল উদ্দীনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় সাপের কামড়ে দুই মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় সাপের কামড়ে দুই মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দিনগত রাতে উপজেলার চন্দ্রবাস সেমি পাকা নূরানিয়া হাফিজিয়া কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে। সোমবার (০১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়।

ওই দুই ছাত্র হলো-দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস ডাক্তার পাড়ার সাইফুল ইসলামের ছেলে আব্দুল্লাহ (১৩) এবং একই গ্রামের মাঝের পাড়ার শওকত আলীর ছেলে জুনায়েদ (১২)।

মাদরাসার মুহতামিম হাজী আক্তার ফারুক বলেন, ভোরের দিকে আব্দুল্লাহ ও জুনায়েদকে বমি করতে দেখেন এক শিক্ষক।

জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়, তাদের সাপে কামড় দিয়েছে। এ সময় আব্দুল্লাহর ডান পায়ে এবং জুনায়েদের বাম হাতে সাপের কামড়ের চিহ্ন দেখতে পান তিনি।

মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় তাদের প্রথমে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর কিছুক্ষণ পর দুজনই মারা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো এক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে তাদের কামড় দিয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কেরামত আলী বলেন, জুনায়েদ আমার ফুফাত ভাইয়ের ছেলে। সে রোববার মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে। রাতে দুই শিশু দুই স্থানে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যেই সাপে কামড় দিয়েছে। সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, জুনায়েদের বাবা কাঠমিস্ত্রি। দুই ভাই-বোনের মধ্যে জুনায়েদ ছোট। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বাবা-মা পাগলপ্রায়। দুজনের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের বলেন, সকাল ৭টার দিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই মাদরাসাছাত্রকে ভর্তি করা হয়। সকাল পৌনে ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়। সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আমার পুলিশ ঘটনাস্হল গিয়েছিলো তবে সর্প দংশনে তাদের দুজনের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তদন্ত করলে বুঝা যাবে আসলে ঘটনা কি?

গাংনীতে পাট কাটা কেন্দ্র করে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৭ জন আহত

বিরোধপূর্ণ জমির পাট কাটাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে সাবেক ইউপি সদস্যসহ উভয়পক্ষের ৭ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের শিমুলতলা গ্রামের সাবেক মেম্বর সিদ্দিকুর রহমান (৬০), তার ছেলে বকুল হোসেন (৩৫), মৃতু মুনছুর আলীর ছেলে মিলন হোসেন (৩৪) ও আতিয়ার রহমান(৩৮)।

অপরপক্ষের আহতরা হলেন, তফেল উদ্দীনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩৮), ইয়ামিন হোসেন (৩২), আব্দুস সালাম (৪০)।

আজ সোমবার (১ আগষ্ট) সকাল ৭ টার সময় গাংনী উপজেলার কামারখালি মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত সিদ্দিকুর রহমান জানান,কামারখালি মৌজার ১৫৭ খতিয়ানে ২ একর ৪০ শতক জমির মধ্যে ৮৩ শতক জমি শিমুলতলা গ্রামের মাধব মন্ডলের ওয়ারিশগণ পাবেন। অপরপক্ষে ওই জমির মধ্যে ১৩ শতক জমি আব্দুর রাজ্জাক ও তার ওয়ারিশ পাবেন। সেই জমিতে উভয়পক্ষই পাট চাষ করেছে। আজ সকালে আব্দুর রাজ্জাক ও তাদের লোকজন সাইদুলের নেতৃত্বে ইয়ামিন আলী সালাম, আশিক, হাসেম পাট কাটতে যায়। আমরা তাদের বাধা দিতে গেলে ধারালো অস্ত্র ও লাঠি শোঠা দিয়ে আমাদের উপর হামলা করে।

অপরপক্ষে আব্দুর রাজ্জাক জানান, কামারখালি মৌজাতে ১৫৭ খতিয়ানের ১২৬৮ দাগে ১.৮৯ একর জমি। এছাড়া ১৫৮ খতিয়ানের ১২৬৮ দাগে ৩.১১ একর জমির মোট ৫ একর জমির মধ্যে নালিশী জমি ৮৩ শতক। ইতোমধ্যে স্থানীয় ইউনিয়ন তহশীল অফিস (ভূমি অফিস) বসে সেই জমি আমাদের পাওনা হয়েছে। আমাদের সেই পৈত্রিক সম্পত্তিতে পাটের চাষ করেছি। আজ সকালে পাট কাটতে গেলে প্রতিপক্ষরা আমাদের উপর হামলা করে আমাদের লোকজনকে আহত করে।

আহতদের গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঘটনায় উভয়পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গাংনী হাসপাতালে জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিবা রানী বলেন, আহতদের ধারালো অস্ত্র ও লাঠি শোঠার মারের আঘাতের চিহৃ রয়েছে। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে প্রেমিকের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে জীবন দিল স্কুল ছাত্রী

বাঁচতে হলে এক সাথে বাঁচবো,মরতে হলে এক সাথে মরবো এমন মরনপণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রেম করে বিয়ে না করাই প্রেমিকের প্ররোচনায় হারপিক পান করে একাই জীবন দিলো নবম শ্রেনীর স্কুল ছাত্রী সুম্মা খাতুন (১৫)।

দীর্ঘ আড়াই মাস জীবনের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুত্যু হয় সুম্মার। সুম্মা গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের রেজাউল হকের কণ্যা ও হাড়াভাঙ্গা এইসএসকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর ছাত্রী।

রবিবার সকালে সুম্মার মৃত্যু হলে বিকেলের দিকে মরদেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। সুম্মার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া।

পারিবারিক ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, প্রবিবেশী সাইদুর রহমানের স্কুল পড়ুয়া ছেলে স্বাধীনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুম্মার। কয়েক মাস যেতে না যেতেই সম্পর্কের কথা উভয় পরিবারের মধ্যে জানাজানি হয়। স্বাধীনের পরিবারকে বিয়ে প্রস্তাব দেয় সুম্মার পরিবার। বিয়ের বিষয়টি স্বাধীনের পরিবার প্রত্যাক্ষাণ করে।

সুম্মার সাথে কথা হয় স্বাধীনের। দুজনেই প্রতিজ্ঞা করে বিয়ে না হলে দুজনেই এক সাথে হারপিক পান করে প্রেমের ইতিহাস গড়বে। যে কথা

সেই কাজ। স্বাধীনের পরিবার থেকে প্রেমে বাঁধা আর চাপাচাপিতে সুম্মা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয় একই সাথে আত্নহুতি দেয়ার। কথানুসারে গত ২২/৫/২০২২ ইং তারিখে বাথরুমে গিয়ে হারপিক পান করে সুম্মা।

আহত মূমূর্ষবস্থায় সুম্মাকে তার পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সুম্মার অবস্থা অবনিত হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে কিছুদিন চিকিৎসা নিয়ে অবস্থার আরো অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

দীর্ঘ দুই মাস দশ দিন চিকিৎসাধীণ অবস্থায় ঢাকা শেখ রাসেল ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনিষ্টিটিউট এ্যান্ড হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে তার তার মৃত্যু হয়।

সুম্মার বড় বোন রুপালী খাতুন জানান, স্বাধীন আমার বোন সুম্মার সাথে প্রতারণা করেছে। তারা দুজনে এক সাথে মরার কথা বলে আমার বোন হারপিক পান করে আর স্বাধীন করেনি। স্বাধীন আমার বোনকে মুত্যুর প্ররোচণা না দিলে কখনো আমার বোন হারপিক পান করতো না। আমরা স্বাধীনের উপযুক্ত শাস্তি চাই। সুম্মা মৃত্যুর আগে একটি আত্নহত্যায় প্ররোচনা বিষয়ে একটি ভিডিও বার্তা রেকর্ড) দিয়ে যায়।

সুম্মার পিতা রেজাউল হক জানায়, আমার মেয়ের বিয়ের জন্য আমি একাধিকবার স্বাধীনের বাবার কাছে গিয়েছি। কিন্তুু স্বাধীনের বাবা মেনে নেয়নি। আমার মেয়েকে স্বাধীন মৃত্যু জন্য পত্রিজ্ঞা করেছে। কিন্তু আমার মেয়ে একাই সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে আমার বুক খালি হয়েছে। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি পথের ফকির হয়ে গেছি তবুও আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলামনা। একথা জানাতেই মুর্ছা যায় সুম্মার পিতা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম নাটু জানান, প্রেমের সম্পর্কের কারনে মেয়েটি দুই মাস আগে হারপিক পান করেছিল। এতে তার পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি হলো।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস জানান, আমি এঘটনা শুনেছি। গ্রামের মানুষও বিভিন্ন ভাবে মেয়েটিকে চিকিৎসার জন্য সহযোগীতা করেছে। কিন্তু যার জন্য মেয়েটি আত্নহত্যা করলো সেই পরিবারের লোকজন একটু সহযোগীতা বা সহানুভুতি দেখাইনি। এমন হৃদয় বিদারক ঘটনার আর অবতারন দেখতে চাইনা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এবিষয়ে আমার কাছে কেউ আসেনি। তবে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নতুন তেলবাহী কন্টেইনার ছাড়া ১১ দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে- অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

খুলনা বিভাগীয় বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন কোনো জ্বালানি তেলবাহী কন্টেইনার চট্টগ্রাম পয়েন্টে যদি না আসে তাহলে আগামী ১১ দিন পরেই বাংলাদেশের সকল যানবাহন চলাচল ও সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে এই বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন সুশৃংখল তখন এই শহর অঞ্চলে গড়ে ৪ ঘন্টা ও গ্রাম অঞ্চলে ১৬ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না।

কিছুদিন পূর্বেই হাতির ঝিলে শত কোটি টাকা ব্যয় করে শতভাগ বিদ্যুৎ সংযোগের উৎসব পালন করা হলো, কিন্তু আজ কয়েক মাসের ব্যবধানে এই রকম বিদ্যুৎবিহীন অবস্থা।

শনিবার বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সারা দেশে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিতে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশকে জ্বালানি খাত, প্রাকৃতিক ও ভূগর্ভস্থ সম্পদের উপর নির্ভর না করে আমদানিকৃত জ্বালানি খাতের

উপর নির্ভর করা হয়েছে।

আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বেও এদেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভূগর্ভস্থ গ্যাস দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু এই অবৈধ সরকার বিদেশী রাষ্ট্রকে খুশি করার জন্য এবং তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য আস্তে আস্তে আমাদের এই জ্বালানি খাতকে আমদানি নির্ভর করে ফেলেছে।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক প্রমুখ।

জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশে যোগ দেয়। এসময় যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

বর্তমান সরকারের দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেতে আন্দলনে ঝাপিয়ে

পড়ুন

বর্তমান সরকার দেশে বাকশালি শাসন ব্যবস্থা চালু করেছে। আ.লীগ সরকারের দুঃশ্বাসন থেকে দেশ বাসিকে রক্ষা করতে হলে আন্দলনের কোন বিকল্প নেই। যদিও স্বৈরাচারি এ সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে।

পিছনের দরজা দিয়ে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা ধরে রেখেছে। মুখে গণতন্ত্র বললেও কোথাও বাক স্বাধীনতা নেই। উন্নয়নের নামে মেগা প্রকল্প আর লুটপাট চালিয়ে দেশের মানুষের মাথায় আজ ঋণের বোঝা। সরকারে এমপি মন্ত্রীদের কথাবার্তা শুনলে মনে হয় এদেশে আর কারো রাজনীতি করার অধিকার নেই।

ইতিহাস স্বাক্ষী নির্যাতন, নীপিড়ন করে কেউ বেশি দিন টিকে থাকেনি। আ.লীগ সরকারও থাকবে না। আজ যারা নেতা নির্বাচিত হয়েছেন আর যারা হতে পারেননি তারা প্রত্যেকেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার সৈনিক। আগামী দিন আন্দলনের ডাক আসলে সবাইকেই ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

শনিবার বেলা ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৬ টি ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপরোক্ত কথা গুলো বললেন, কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ ও জেলা বিএনপির আহবায়ক মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু।

দর্শনা থানা বিএনপির প্রধান সম্বনায়ক ও জেলা বিএনপির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাতের সভাপতিত্বে সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জান শরীফ বলেন, রাতের আঁধারে ব্যালটকাটা সরকারের অধিনে আর নির্বাচন নয়। সরকার যাতে দেশে স্বচ্ছ ভোট ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হয় সে আন্দলন গড়ে তুলতে হবে।

তাই আন্দলনের ডাক আসলে কেউ ঘরে বসে থাকবেন না। জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি গণমানুষের দল। জনগনই আমাদের শক্তি। সর্বক্ষেত্রে বর্তমান সরকার দূর্নিতি করে যাচ্ছে। সময় আর বেশি নেই। পালানোর পথ খুজে পাবে না আ.লীগ সরকারের নেতাকর্মীরা। দলীয় পদ পেয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। জালিম সরকার আবারও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার জন্য নীল নকশা আটছে। তাই বিএনপি’র প্রতিটি নেতাকর্মীকে সজাগ থাকতে হবে।

জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেটের সার্বিক পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সদস্য এম

জেনারেল, আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সিরাজুল ইসলাম মনি, মনিরুজ্জামান মনি, রফিকুল হাসান তনু, মোকারম হোসেন, রোকুনুজ্জামান রোকন, নজরুল ইসলাম, আবুবক্কর ছিদ্দিকী, আবুল হোসেন তোহা, মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু, জেল কৃষকদলের সদস্য সচিব তোবারোক হোসেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, সাংগাঠনিক সম্পাদকরাজীব খান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাজাহান আলী, সাধারণ সম্পাদক মমিন মালিথা, জেলা মৎসজীবি দলের আহবায়ক আবু বক্কর ছিদ্দিক, জেলা সেচ্ছা সেবক দলের আহবায়ক শফিকুল ইসলাম পিন্টু, দর্শনা থানা সমন্বয় কমিটির সদস্য আকতারুজ্জামান, আব্দুর রশিদ, আহম্মদ, বিপ্লব, থানা যুবদলের সভাপতি জালাল উদ্দীন লিটন, সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান, থানা ছাত্রদলের সভাপতি নাফিউল ইসলাম লিমন, যুগ্ন আহবায়ক সুজন আহম্মেদ, থানা সেচ্ছা সেবক দলের মজনুর রহমান, সদস্য সচিব আবু হেনা।

অনুষ্ঠানের মাঝে বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে গোপন ব্যলটের মধ্যমে মদনা হাইস্কুলের ক্লাস রুমে দর্শনা থানাধীন ৬ টি ইউনিয়নের বিএনপির কমিটি গঠনের লক্ষে শান্তি শৃঙ্খলা পরিবেশের মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৬ টার দিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা করেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক মহামুদ হাসান খাঁন বাবু ও সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

এ নির্বাচনে তিতুদহ ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি মিলন মিয়া, সহসভাপতি খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন টোটন, সহ সাধারণ সম্প্দক আব্দুল খালেক, সাংগাঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসেন নির্বাচিত হন। গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি মহাব্বত আলী, সহসভাপতি রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক শাহআলম, সাংগাঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান নির্বাচিত হন। নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপির কমাটিতে সভাপতি ফরজ আলী, সহসভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ, সাংগাঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম নির্বাচিত হন। বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি আশরাফুল হক, সহসভাপতি দুজন সমমান, সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, সহসাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, সাংগাঠনিক সম্পাদক দুজন সমমান নির্বাচিত হন। কুড়ালগাছি ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি আব্দুল রশিদ, সহসভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবু, সহসাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন। সাংগাঠনিক সম্পাদক আশরাফুল হক নির্বাচিত হন। পারকৃষ্ণপুর-মদনা

ইউনিয়ন বিএনপির কমিটিতে সভাপতি শফিউল্লাহ শফি, সহসভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আজিবার রহমান, সহ সধারণ সম্পাদক মামুন রেজা, সাংগাঠনিক আশিক ইকবাল চঞ্চল নির্বাচিত হন।

মুজিব আদর্শের দুর্গ হিসাবে মেহেরপুরকে গড়ে তোলা হবে-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

আমাদের এই মুজিবনগর জাতির পিতার নামে নামাঙ্কিত বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের পবিত্র জায়গা। অতএব জাতির পিতার নামে এই জায়গাটি সেই মুজিবের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন তা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষকলীগ অতএব আমি আশা করব জাতির পিতার নামের যে পবিত্রতা রয়েছে প্রথম রাজধানীর এই মাটি প্রথম সরকারের শপথ গ্রহনের পবিত্র জায়গা অতএব আমাদের উপরে অনেক দায়দায়িত্ব রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে মুজিবের আদর্শের দুর্গ হিসাবে উন্নত সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসাবে মুজিবনগর তথা মেহেরপুরকে গড়ে তোলা।

গতকাল শনিবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে মুজিবনগরে উপজেলা কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন, বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি।

তিনি আরো বলেন, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগ আগামী দিনে আরো শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠবে। আমি চায় যে এই কৃষকলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই কৃষক আমরা যদি এই কৃষকলীগের ভাল নেতৃত্ব তৈরি করতে পারি তাহলে আমরা ক্ষৃকের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো এবং প্রধানমন্ত্রীর বার্তা ও নির্দেশনা এবং কৃষির উন্নয়ন গুলো তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারব।

আমরা কৃষকদের সমস্যার কথা এবং কৃষকদের আরও কিভাবে উন্নয়ন করতে

পারি কৃষকদের সেবার মান আরো কিভাবে বাড়াতে পারি সেটাও কিন্তু আমরা কৃষকদের কাছ থেকে জানতে পারি।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান টিটুর সঞ্চালনায় এবং মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম মন্ডলের সভাপতিত্বে, উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ কৃষক লীগ কেন্দ্র কমিটির সহ-সভাপতি এবং মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি মাহবুব উল আলম শান্তি। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শরিফ আশরাফ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন,মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু,কুঠি শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হালিমা রহমান, বেসরকার সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম, সহ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাদশা। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আবুল কালাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য বাবুল মল্লিক।

যুবনেতা হাসানুজ্জামান লালটু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন। সম্মেলনে আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগের নেতৃকর্মীবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শেষে সর্বসম্মতি কমে আগামী তিন বছরের জন্য জাহিদ হাসান রাজীবকে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি ও শাহিনুর রহমান মানিককে সাধারণ সম্পাদক এবং আরোজ আলীকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সুপারের কার্যালয় চত্বরে ফলজ বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন

বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা এঁর উদ্যোগে শনিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয় চত্বরে পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফলজ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক বলেন, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। আমাদের বেঁচে থাকার সবচাইতে বড় উৎস। কারণ অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা। গাছ লাগানের মাধ্যমে আমাদের চারদিক সবুজ হবে। তখন গাছগুলো শুধুমাত্র অক্সিজেনই দিবে না, আমাদেরকে ফুল, ফল এবং কাঠ দেয়।

আমাদের সব দিক দিয়েই গাছ উপকারে আসে। একটি গাছ কাটলে কমপক্ষে তিনটি গাছ লাগানোর আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তৃনমুল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে আরো বেগবান করতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনে বৃক্ষরোপণ জরুরী বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিআইও-১ মারুফ হোসেন সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা বিশেষ শাখা ও জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসারগন।

দামুড়হুদায় বজ্রপাত ও

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত-২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা দর্শনা থানার প্রতাবপুর গ্রামের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সোনা মল্লিক (৭০) নামের এক বৃদ্ধ ও বজ্রপাতে একই ইউনিয়নের বুইচিতলা বাজার পাড়ার আলামিন হোসেন (২৫) নামের এক ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার দুপুর ২টার দিকে উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের প্রতাবপুর ও বুইচিতলা গ্রামে পৃথক,পৃথক দুটি দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত সোনা মল্লিক (৭০) ওই গ্রামের মৃত গোপাল মল্লিকের ছেলে ও আলামিন হোসেন (২৫) একই ইউনিয়নের বুইচেতলা বাজার পাড়ার খলিল উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোনা মিয়া বাড়ির পার্শ্বের মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করার জন্য বাড়ি থেকে বাহির হয়। নদীতে নামার সময় নতুন ব্রীজের কাজের বিদ্যুৎ লাইনে তার দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন নিয়ে ব্রীজের কাজ করছে। এসময় সোনা মল্লিক গোসলের জন্য নদীতে নামার সময় মাটিতে পড়ে থাকা খোলা তার তার পায়ে জড়িযে গেলে হাতদিয়ে সরানোর সময় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধ সোনা মল্লিক ঘটনাস্থলেই মারা যান।

অপরদিকে দুপুর পৌনে ৩টার দিকে একই ইউনিয়নের বুইচিতলা বাজার পাড়ার খলিল উদ্দিনের ছেলে আলামিন হোসেন (২৫) গ্রামের মাঠে কৃষিকাজ করছিলেন। এসময় আকস্মিক ভাবে বজ্রপাত ঘটলে আলামিন হোসেনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। মাঠে থাকা লোকজন তার লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নেন।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসান ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন দুই পরিবারের অভিযোগ না থাকায় দুই পরিবারের কাছে লাশ দুটি হস্তান্তর করে দিয়েছি।

চুয়াডাঙ্গায় দুই মোটরসাইকেলর মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-৩ আহত ১

চুয়াডাঙ্গার জাফরপুরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ৩জন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ১ জন।

৩০ জুলাই শনিবার দুপুর ১টার দিকে এ মর্মান্তিক দূর্ঘটনাটি ঘটে চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে।

নিহতরা হলেন-চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে টুনু হোসেন আনন্দ (২৩), নুরনগর কলোনিপাড়ার কিতাব আলীর ছেলে মিঠু
(২৩) ও এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের রিপ্রেজেনটেটিভ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মুক্তা হালদার (২৮)।

এ সময় দুটি মটরসাইকেল সংঘর্ষের ঘটনায় মটরসাইকেলের এক আরহী চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার রনি মিয়া (৩৫) আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের। সেখানে নেওয়া হলে তার অবস্থা আশঙ্খাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ঢাকায় রেফার্ড করেছে। আহত রনি মিয়াও এভারেস্ট ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে কর্মরত রয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দু’জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত রনিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব্বর রহমান। তিনি বলেন, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহতের খবর শুনেছি। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পরিচয় শনাক্তে কাজ করছি।